সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪০
WEEKLY BOOKLET:340

প্রায় ১৯ বছর আগের বয়ান

মৃত্যুর স্বাদ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মৃত্যুর স্বাদ[১]

খলিফায়ে আত্তারের দোয়া: হে রব্বে মুস্তফা, যে এই **"মৃত্যুর স্বাদ"** পুস্তিকাটি পড়ে কিংবা শুনে নিবে, তাঁর পরকালের সকল ঘাঁটি সহজ করে দাও। তাকে তার মা-বাবা সহ সবাইকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।
اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করো, নিশ্চয়ই আমার প্রতি তোমাদের দরূদ পাঠ তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত (স্বরুপ)। **(জামে সগির, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৪০৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কৃত অডিও বয়ানসমূহ লিখিত আকারে তথা "ফয়যানে বয়ানাতে আত্তার" আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" এর পক্ষ থেকে সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ঐসব বয়ানের মধ্য হতে এখন "সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন" বিভাগ ১৫ শাবান ১৪২৬ হিজরিতে অনুষ্ঠিতব্য একটি বয়ান "মৃত্যুর স্বাদ" রিসালা আকারে পেশ করছে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যে ব্যক্তি জীবনের স্বাদ উপভোগ করেছে তাকে মৃত্যুর স্বাদও ভোগ করতে হবে। যে এই দুনিয়ায় এসেছে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। যে এই দুনিয়ার রঙ-তামাশার রঙিন সব দৃশ্য দেখেছে তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুর দৃশ্যও দেখতে হবে। মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয় "اَلْمَوْتُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهَا، اَلْمَوْتُ قَدَحٌ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبُهَا" অর্থাৎ মৃত্যু এমন এক দরজা যা প্রতিটা প্রাণীকেই পার হতে হবে, মৃত্যু এমন এক সুধা যা প্রতিটা প্রাণীকেই পান করতে হবে। এই কঠিন বাস্তব বিষয়টির স্বপক্ষে কুরআনও সাক্ষ্য দেয়। যেমন ৪ পারায় সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ আয়াত নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে।"

সিরাতুল জিনানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ পাক প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। এর থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না আর না কেউ এর থেকে পালিয়ে কোথাও লোকাতে পারবে। মৃত্যু হলো দেহ থেকে রুহের পৃথক হওয়ার নাম। আর এই পৃথক হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হবে। আর এই কষ্ট দুনিয়ায় বিদ্যমান সকল কষ্টের চেয়েও অধিকতর হবে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৮৫, ২/১২২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মৃত্যুর সময় প্রাপ্ত কষ্টের অনুভূতি সম্পর্কে কিছু ঘটনা অধ্যয়ন করুন এবং সেগুলো থেকে নসীহত গ্রহণ করুন।

বর্ণিত রয়েছে, বনী ইসরাইল হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -কে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে বলেছিল, আপনি আমাদের সামনে হযরত সাম বিন নূহকে জীবিত করে দেখান। জবাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাদের বলেছিলেন:

www.dawateislami.net

তোমরা আমাকে তাঁর কবরে নিয়ে চলো। অতঃপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাইলের সাথে হযরত সাম বিন নূহের কবরে যান এবং আল্লাহ পাকের নিকট হযরত সাম বিন নূহকে জীবিত করার জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া বরকেত তাঁকে জীবন দান করেন। যখন হযরত সাম বিন নূহ কবর থেকে বের হয়ে বাইরে আসেন তখন তাঁর মাথার চুল সাদা ছিল। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করেন: এই বার্ধক্য তো আপনার ইন্তেকালের সময়ে ছিল না? জবাবে তিনি বলেন: হে রুহুল্লাহ, যখন আপনার ডাকের আওয়াজ আমার কানে এসে পৌঁছায় তখন আমি ভাবলাম: হয়তো কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। কিয়ামত নিয়ে এই অল্প সময়ের দুশ্চিন্তায় আমার চুল সাদা হয়ে গেছে। অতঃপর হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে মৃত্যুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন: মৃত্যুর তিক্ততা এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। অথচ আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি চার হাজার বছরের অধিক সময় হয়েছে।

(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের পাদটিকা: ৪৯, অংশ: ৪, ২/১১২৮)

এই ঘটনা থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام-কে মৃতকে জীবিত করার মুজিযা প্রদান করেছিলেন। সঙ্গে এও জানা যায় যে, কিয়ামতের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র হবে শুধু 'কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গিয়েছে কিনা' এতটুকু দুশ্চিন্তাতেই হযরত সাম বিন নূহের কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। বিশেষভাবে আমরা এটাও জানতে পারি যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা এতটাই তিক্ত, ইন্তেকালের চার হাজার বছর পরও হযরত সাম বিন নূহ এর তিক্ততা অনুভব করছিল।

www.dawateislami.net

ইন্তেকালের পরও মৃত্যুর উষ্ণতা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা ইরশাদ করেন: বনী ইসরাইলের একটি গোত্র কোনা এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, তারা কবরস্থানের পাশে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবে যেন আল্লাহ পাক কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেন। এতে করে তারা সেই মৃতু ব্যক্তির নিকট মৃত্যুর অবস্থাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। সুতরাং তারা নামাজ আদায় করে দোয়ায় মগ্ন হয়ে গেল। দোয়ায় মগ্ন থাকা অবস্থায়-ই সেই কবরস্থানের একটি কবর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। লোকটির উভয় চোখের মাঝখানে সিজদার নূরানি আলামতও ছিল। লোকটি কবর থেকে বেরিয়েই তাদের বলতে থাকে: আমার নিকট তোমরা যা জানতে চাও জানতে পার। আমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে ১০০ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যুর উষ্ণতা এখনো পর্যন্ত যায়নি। তোমরা আমার জন্য দোয়া করো, আল্লাহ পাক যেন আমাকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

(আয যুহুদ লি ইমাম আহমদ, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা দেখলেন তো মৃত্যুর উষ্ণতা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, ইন্তেকালের ১০০ বছর পরও তা অবশিষ্ট ছিল। আমারা যদি কোনো আঘাত পাই, সেটার ক্ষত ও ব্যথা অল্প কয়েক দিনেই সেরে যায়। কিন্তু মৃত্যুর সময় প্রাপ্ত যন্ত্রণার ব্যথা হাজার বছরেও শেষ হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে মৃত্যুকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করা ও দুনিয়ায় থেকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী ঘাঁটিগুলোর প্রস্তুতি নেওয়া। আমরা প্রতিদিনই শুনি, অমুক ইন্তেকাল করেছে, অমুক আহত হয়েছে। কিন্তু

www.dawateislami.net

আমরা এগুলো থেকে কোনো শিক্ষা নেই না। এমনকি আমরা যখন কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাই তখনও শিক্ষা নেই না। অথচ কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। যেমনটি হাদিস শরীফে এসেছে: আমি তোমাদের (কবর) যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা কবরের যিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়াবিমুখ করে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/২৫২, হাদিস: ১৫৭১) আমরা কবরস্থানে যাই কিন্তু আমাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। অথচ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার একটি কবরের পাশে বসে এতো পরিমাণে কান্না করেছিলেন যে, চোখ থেকে নির্গত বরকতময় অশ্রুতে মাটি ভিজে গিয়েছিল। যেমনটি হযরত বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সাথে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তিনি কবরের পাশে বসে এতো বেশি কান্না করলেন যে, তাঁর চোখ মুবারক থেকে প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা মাটি ভিজে গিয়েছিল। অতঃপর বললেন: হে আমার ভাইয়েরা, এই কবরের জন্য প্রস্তুতি নাও। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৬, হাদিস: ৪১৯৫)

অশ্রুতে দাঁড়ি ভিজে যাওয়া

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ م-এর জীবনীর মধ্যেও এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। যখন তাঁরা কোনো কবরস্থানে প্রবেশ করতেন তখন আল্লাহর ভয়ে কান্না করতেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এতো বেশি কান্না করতেন যার ফলে তাঁর বরকতময় দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেতো। কেউ জিজ্ঞাসা করলো: (হে আমিরুল মুমিনিন!) আপনি জান্নাত ও

www.dawateislami.net

জাহান্নামের আলোচনা করলে এতো কান্না করেন না, অথচ কবরের পাশে এতো কান্না করেন যে দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়। এর কারণ কী? তিনি বলেন: মনে রেখো, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: কবর হলো পরকালের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে প্রথম ঘাঁটি। যদি এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো থেকেও সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর যদি এর থেকে মুক্তি না মিলে তবে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো এর চেয়েও কঠিন হবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এও বলেছেন যে, কবরের চেয়ে অধিক কোনো ভয়ানক দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। (তিরমিযি, ৪/১৩৮, হাদিস: ২৩১৫)

অশ্রুতে পাগড়ী ভিজে যাওয়া

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইয়াযিদ রক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবরের পাশে গিয়ে বলতেন, হে কবরে দাফনকৃত লোক সকল, হে একাকী বসবাসকারীগণ, হে ভূগর্বের অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞানীগণ, হায়! আমি যদি তোমাদের কোনো আমলের সুসংবাদ পেতাম? আমি যদি জানতে পারতাম তোমরা কে কোন আমলে নাজাত প্রাপ্ত হয়েছ? এই বলে তিনি এতো কান্না করতেন যার ফলে তাঁর পাগড়ী ভিজে যেতো। আর তিনি যখনই কোনো কবর দেখতেন তখন কান্নার আওয়াজ এতো বেশি হতো যেমন গরু চিৎকার করলে আওয়াজ হয়। (ইহয়াউল উলুম, ৫/২৩৮)

সারারাত কবরস্থানে কাঁদতেন

হযরত ঈসা বিন ওমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আমর বিন উতবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাতে নিজের ঘোড়ার উপর আরোহন করে কবরস্থানে যেতেন এবং সেখানে দাড়িয়ে বলতেন: হে কবরবাসী, আমলনামা গুটিয়ে নেয়া

www.dawateislami.net

হয়েছে এবং আমলসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এরপর নিজের দু'পায়ের মাঝে মাথা গুজে কান্না আরম্ভ কের দিতেন। আর এভাবেই সকাল হয়ে যেতো। অতঃপর ফিরে এসে ফজরের নামাজে অংশগ্রহণ করতেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৭৩, নং: ৫১৫৯)

আমাদের দুর্দশা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা দেখলেন তো আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন কবরস্থানে গেলে আল্লাহর ভয়ে কী পরিমাণ কান্না করতেন। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, আমরা জানাযার সাথে হেসে হেসে কবরস্থানে যাই, আবার হাসতে হাসতে ফিরে আসি। মুসলমানদের এমনও একটি যুগ ছিল, যখন মুসলমানরা মৃত ব্যক্তির লাশ বহন করে কবরস্থানের দিকে অংশগ্রহণ করত তখন তারা মুখে কাপড় দিয়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কান্না করতো। যেমনিভাবে আজ এই মৃত ব্যক্তি আমাদের কাঁধে আরোহন করে কবরস্থানে যাচ্ছে কাল আমাদেরও এভাবে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের এতটাই চিন্তিত মনে হতো যে, কেউ যদি সমবেদনা প্রকাশ করতে চাইতো, তবে বুঝতে পারতো না যে, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ কে? হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এমন একটি সময় ছিল, যে সময় জানাযা সংঘটিত হলে জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সবাই মুখে কাপড় দিয়ে কান্না করতো। যদি কোনো অপরিচিত লোক সমবেদনা জ্ঞাপন করতে চাইতো তাহলে সে বুঝতে পারত না যে, সে কাকে সমবেদনা জানাবে। **(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/৩৯৭)** এখনো লোক জানাযায় কান্না করে কিন্তু সকলে না। গুটিকয়েক মানুষ হয়তো কান্না করে। কেউ হয়তো আল্লাহর ভয়ে কিংবা নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কান্না করে যে, কবরে কী হবে? আজকাল

www.dawateislami.net

সাধারণত মানুষ মৃতু ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার কারণেই কান্না করে। মনে রাখবেন, জানাযা আমাদের জন্য নিশ্চুপ মুবাল্লিগের ভূমিকা রাখে। মৃত ব্যক্তি নীরবে যা বলে তা খুবই চমৎকারভাবে একজন লিখেছেন:

জানাযা আগে আগে কেহ রাহা হে এ জাঁহা ওয়ালো,
মেরে পিছে চলে আও তোমহারা রেহনুমা মে হো।

কবরের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর

কবরের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। যদি কবরে সংঘটিত অবস্থাদির ব্যাপারে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে আমাদের সমস্ত আনন্দ মুহূর্তেই উধাও হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তা করিনা। গুটি কয়েক লোক যদি কারো মাথায় বন্দুক ধরে কোরো গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে বলে: আমরা না তোমাকে গুলি করবো আর না তোমাকে গলা টিপে হত্যা করবো, তবে কিছুক্ষণের জন্য এই গর্তের ভেতর তোমাকে কবরের ন্যায় চাপা দিয়ে রাখবো। এহেন অবস্থায় হয়তো গুলি করে হত্যা করার চেয়ে গর্তের ভেতর চেপে রাখাটা তার জন্য অধিকতর ভয়ের কারণ হবে। আর সে চিন্তা করবে, জানিনা এই সংক্ষীর্ণ অন্ধকার গর্তে আমার অবস্থা কী হবে, শ্বাস কীভাবে নেব? মনে রাখবেন, কবরের ভেতর অবস্থান কিছুক্ষণ গর্তের ভেতর চেপে রাখার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক হবে। যখন কারো ইন্তেকাল হয় তখন মৃত ব্যক্তি গোসল প্রদানকারী, কাফন পরিধানকারীদের দেখে, সে এও অনূভব করে, এখন লোকেরা আমাকে কাঁধে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারে লোকেরা ধরে তাকে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এসব কিছু জানার পরও সে বলতে অক্ষম। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে একজন ঘাষণা করে যে, কবরে সুন্নাত মোতাবেক

www.dawateislami.net

তোমরা মাটি দাও। তখন লোকেরা অল্প অল্প করে মাটি একত্রিত করে এবং বরকত হাসিলের জন্য কবরে ঢেলে দেয়া হয়। এরপর লোকেরা তক্তা বা পাথরের স্ল্যাবের মাধ্যমে যখন কবর বন্ধ করে দেয় তখন কবর গহিন অন্ধকারে পরিণত হয়। তখন লোকেরা কবরে এমনভাবে মাটি দেয় যেন সামান্য ছিদ্রও না থাকে। এরই মধ্যে কোনো একজন চিৎকার করে বলে, এদিকে মাটি দাও এখানে গর্ত রয়ে গেছে। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত লোকেরা মণকে মণ মাটি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কবর বন্ধ করে দেয়। অতঃপর দোয়া করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। অথচ মৃত ব্যক্তি সবকিছু অবলোকন করে, এমনকি যখন লোকেরা তাকে অন্ধকার কবরে একাকী রেখে ঘরের দিকে ফিরে যায় তখন সে তাদের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়। যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের জুতার আওয়াজও শোনে। (আয যুহুদ লি ইবনিল মুবারক, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৬৩) অতঃপর তার কবরের মধ্যে মুনকার নাকিরের আগমন ঘটে এবং প্রশ্নত্তোরের পর্ব আরম্ভ হয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির দুষ্কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। যেমন মৃত ব্যক্তি যদি مَعَاذَ الله চোরী, মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারীর মধ্যে লিপ্ত হয় এবং তাওবা না করেই ইন্তেকাল করে তবে তার কবরের মধ্যে দুটি সাপ নিযুক্ত করা হবে, যেগুলো তার মাংস আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাবে।

যেমন হযরত মাসরুক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত: যে ব্যক্তি চোরী, নেশা কিংবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ইন্তেকাল করবে তার জন্য দুটি সাপ নিযুক্ত করা হবে, যেগুলো তার মাংস আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাবে। (মাওসুআতি লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৭৬, হাদিস: ২৫৭) আর যদি মৃত ব্যক্তি খিয়ানতকারী হয় তবে তার কবরে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

যেমন হযরত আবু রাফি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, একদিন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনার কবরস্থান "বকীয়ে গরক্বদ"-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করা অবস্থায় উফ, উফ, উফ। সেই সময় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সাথে আমি একা ছিলাম। আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মা - বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ! কী হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন: আমি এই কবরবাসীকে অমুক গোত্রের আমিল (অর্থাৎ যাকাত উসুল করার জন্য) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম। আর সেই সময় সে একটি চাদর খিয়ানত করেছিল। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই চাদর আগুণ হয়ে তাকে পুড়ছে। (নাসায়ি, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৮৫৯)

চোরী করা, মদ পান ও অশ্লীল কাজে অংশগ্রহণকারীরা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনুন, যদি এসব কাজ করার পর কেউ তাওবা ব্যতীত মারা যায় এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর অবাধ্য হয়ে কবরে যায় তাহলে তার উপর একটি নয় দু দুটো সাপ নিযুক্ত করা হবে। যা তার মাংসগুলো আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাবে। আর সেই সব বন্ধু যারা নিজের টাকা ব্যয় করে তাকে মদ পান করতো তাকে তারা কবরে একা রেখে নিজেদের ঘরে চলে যাবে। যারা আমানতের খেয়নত করে তাদেরও ভাবা উচিত, যদি তাওবা ছাড়া এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় আর খিয়ানত করার কারণে কবরে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়া হয় তখন তার কী হবে? সুতরাং মুক্তির উপায় হচ্ছে, এখনই তাওবা করে নেয়া, নতুবা আল্লাহ পাকের শপথ! কবরের আযাব সহ্য করার সক্ষমতা কারো নেই। হতে পারে শয়তান দীর্ঘ হায়াত লাভ ও সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিথ্যা প্ররোচনা দিবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি আপনি দীর্ঘায়ু পেয়েও জান তাহলে কতদিন আর পাবেন? বেশি থেকে বেশি ৬০ বা ৭০ বছর পর্যন্ত পাবেন। সাধারণত মানুষ

www.dawateislami.net

এ কদিনর-ই হায়াত পায়, অতঃপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অন্ধকার কবরে প্রবেশ করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো ৬০ কিংবা ৭০ বছর জীবিত থাকারও কোনো গ্যারান্টি নেই, কেননা একদিনের শিশুও ইন্তেকাল করে। যদি আপনি বলেন, আমি সুঠাম দেহের অধিকারী, আমি সুস্বাস্থ্যবান, আমি ক্যারাটে জানি, আমি অস্ত্রও ব্যবহার করতে জানি, সুতরাং সুস্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী হওয়ার পরও অকালে আমি কীভাবে মৃত্যুবরণ করব? তো মনে রাখবেন, আপনার জীবনের কোনো রক্ষক নেই। যখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام রুহ কবজ করার জন্য তাশরিফ নিয়ে আসবেন তখন কেউ বাধা দিয়ে আটকাতে পারবে না। আল্লাহ না করুক, যদি এখনই কোনো ভূমিকম্প হয় তাহলে হাজার নয়, লাখো মানুষ নিমিষেই জমিনে দাফন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই বন্যা, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের মতো ভয়াবহ অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। যার ফলে বান্দার না স্বাস্থ্য ভালো আছে, না যৌবন আর না অস্ত্র। আর এভাবে দেখতে দেখতেই বান্দা এক পর্যায় মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়ে।

মউত টেহেরী আনে ওয়ালে আয়েগি, জান টেহেরী জানে ওয়ালী জায়েগি।
রুহ রগ রগ ছে নিকালী জায়েগি, তুঝ পে এক দিন খাক ডালি জায়ে গি।
কবর মে উতারনী হে জরুর, জেইসে করনী ওইসী ভরনী হে জরুর।
মউত আয়ি পেহলোওয়া ভী চল দিয়ে, খুব সুরত নোজোওয়াঁ ভী চল দিয়ে।
কাফেলে কে কাফেলে রুখসত হুয়ে, খাক মে সারে কে সারে মিল গিয়ে।
কবর রুযানা ইয়ে করতী হে ফুকার! সুঝ মে হে কিড়ে মাকোড়ে বে শুমার।
ইয়াদ রাখ মে হো আন্দহিরি কোঠড়ী, তুঝ কো হুগি মুঝ মে শুন ওয়াহাশত বড়ী।
মেরি আন্দার তু ইকিলা আয়ে গা, হ্যাঁ! মাগার আমাল লেতা আয়েগা।
পেহলোওয়ানো কো পাছাড়া মউত নে, খেল কিতনো কা বিগাড় মউত নে।
হাথী জেইসি ভী পাছাড়ে মউত নে, কেইসে কেইসে ঘর উজাড়ে মউত নে।

www.dawateislami.net

আফসোস আমাদের মৃত্যুর অনুভব হয়না

আফসোস, মৃত্যু সম্পর্কে এতো বয়ান শোনার পরও আমাদের মৃত্যুর কোনো অনুভব হয় না। যদি পশু-পাখি মৃত্যু সম্পর্কে ততটা জানতো যতটা আমরা জানি তাহলে কোনো পশুই মোটাতাজা হতো না। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপদেশমূলক বাণী হলো: মৃত্যু সম্পর্কে যা কিছু তোমরা জানো, যদি পশুরা ততটুকু জানতো তাহলে তোমরা সেগুলোর মধ্যে কোনো পশুকে মোটাতাজা দেখতে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫৩, হাদিস: ১০৫৫৭) অর্থাৎ পশুরা মৃত্যুর ভয়ে দুর্বল ও চিকন হয়ে যেতো। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর ব্যাপারে জেনেও ভয়হীন হাতির শাবকের ন্যায় চলা-ফেরা করে। অধিক খাবার খেয়ে সুঠাম দেহের অধিকারী হচ্ছে, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে হেসে গুনাও করে যাচ্ছে। অথচ যে হাসতে হাসতে গুনাহ করে সে কাদতে কাদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেমন: হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে হেসে হেসে গুনাহ করবে সে কাদতে কাদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

এইতো হাদিস শুনেছেন যে "মৃত্যু সম্পর্কে তোমরা যা জানো যদি পশুরা তা জানতো তবে তোমরা কোনো পশুকে মোটাতাজা দেখতে না" এ প্রসঙ্গে একটি উটের ঘটনা শুনুন এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার চেষ্টা করুন:

মৃত্যুর ভয়ে উটের আনন্দ শেষ হয়ে গেলো

হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام একবার উটের পালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন উটগুলো অনেক আনন্দ ও উৎফুল্লের মাঝে আছে। কখনো এক উট অপর উটকে মাথা দিয়ে ঢোস দিচ্ছে আবার মারার

www.dawateislami.net

জন্য পিছনে তারা করছে। তিনি একটি উটের কাছে যান আর কানে কানে বলেন: اِنَّكَ مَيِّتٌ নিশ্চয়ই তোমাকে মরতে হবে। এটা বলে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام সামনের দিকে তাশরিফ নিয়ে চলে গেলেন। এরপর থেকে সেই উট মৃত্যুর চিন্তায় এতটাই চিন্তিত হলো যে, উটটি খাবার দাবার ছেড়ে দিলো, সমস্ত সুখ শেষ হয়ে গেলো, এমনিভাবে এক সময় শুকিয়ে গেলো। কিছুদিন পর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পুনরাং যখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন সেই উটটি শুকিয়ে গেছে এবং সকল উট থেকে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি রাখালের কাছে উটের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে রাখাল বললো: আমি শুধুমাত্র এতটুকু জানি, এই উটের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাওয়ার সময় এর কানে এমন কিছু বলেছিল। এরপর থেকে সে খাবার দাবার ছেড়ে দিয়েছে এবং সকল উট থেকে আলাদা হয়ে চিন্তিত মনে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/৮৫, সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, উট সাধারণ একটি পশু মাত্র। কিন্তু তারপরও মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পেরে খাবার দাবার ছেড়ে দিলো এবং সমস্ত আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেলো। অথচ তার জন্য না মৃত্যুর ভয়াবহতা আছে, না কবরে শাস্তি আছে আর না জাহান্নামে পোড়ার কোনো ভয় আছে। অবশ্য কিছু কিছু পশুকে জাহান্নামে পাঠানো হবে কিন্তু শাস্তি পাওয়ার জন্য নয় বরং প্রতিদান দেয়ার জন্য এবং সেখানে তাদের কোনো কষ্ট হবে না। (তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, আয়াতের পাদটিকা: ১১, ৪০/২৭) মৃত্যুর ভয়ে পশুদের এই অবস্থা হয় অথচ আমরা মানুষ ও মুসলমান হয়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমরা উদাসীনতায় পড়ে আছি। আমাদের একদিন মৃত্যু হবে, কবরে যেতে হবে এবং ভালো-মন্দ সকল আমলের হিসাব দিতে হবে। যদিও বা অনেক সময় সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় হৃদয়গ্রাহী বয়ান শোনে

www.dawateislami.net

আমাদের মাঝে মৃত্যুর ভয় জাগ্রত হয়, কিন্তু সেটা খুবই সীমিত সময়ের জন্য, খুব দ্রুতই তা শেষ হয়ে যায়। কিছু লোক মাথা নত করে মনযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করে, গুনাহের কথা স্মরণ করে কান্না করে। কিন্তু বয়ান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে পূর্বের ন্যায় নিজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও পড়ে না, যদি অতি উৎসাহিত হয়ে ফজরের নামায পড়েও নেয় তো যোহরের সময় আর দেখা যায় না। কোনোভাবে যদি পরের দিনের সকল নামায পড়েও নেয়, তবে দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের জন্য আর উঠে না। এভাবে সে পুনরায় উদাসীনতার মধ্যে পড়ে যায়। বস্তুত এমনটাই হয় আমাদের অনেকের সাথে।

সকলে কবর এক রকম নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যখন কবরস্থানে যাই তখন বাহ্যিকভাবে কবরস্থানের সকল কবর আমাদের নিকট একই রকম মনে হয় যে, সবগুলো একই মাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু মনে রাখবেন, সকল কবর ভিতরে এক রকম নয়। হয়তো ভিতরে কারো কবর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ কোনো বাগান, আবার কারো কবর জ্বলন্ত কোনো আগ্নেয়গীরি। কেউ নিজের কবরে আল্লাহ পাকের নিয়ামত ভোগ করছে, আবার কেউ আযাবে গ্রেফতার রয়েছে। যেমন হযরত মুহাম্মদ বিন সিমাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার কবরস্থান দেখে বললেন: হে লোক সকল, কবরস্থানের এই নিরবতায় ধোঁকা খেয়ো না যে, এরা চুপ-চাপ ও শান্ত। না, না! এই কবরস্থানের প্রত্যেক কবরবাসী এক রকম নয়। এদের মধ্যে কেউ অনেক কষ্টে আছে, আবারে কেউ অনেক শান্তিতে বাস করছে। (আহওয়ালুল কুবুর, ২২৬ পৃষ্ঠা) প্রত্যেক

www.dawateislami.net

বিবেকবানের উচিত, কবরের বাসীন্দা হওয়ার পূর্বেই কবরকে অধিকহারে স্মরণ করা। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কবরকে অধিকহারে স্মরণ করে সে কবরকে জান্নাতের বাগানের ন্যায় পাবে। আর যে কবরের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রবে সে কবরকে জাহান্নামের গর্ত (হিসেবে) পাবে। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/২৩৮)**

আহ! আমাদের মতো উদাসীনদের কী হবে! মৃত্যুর আলোচনাই তো আমাদের ভালো লাগে না। এমনকি আপনি এমন অনেককে পেয়ে যাবেন যারা এ কারণে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসে না যে, দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা মৃত্যু, মৃত্যু করে আমাদের মোড খারাপ করে দেয়। এ ধরনের মানসিকতা যারা রাখে তাদের উদ্দেশে বলবো, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরাও প্রতিনিয় মানুষকে মৃত্যুর ব্যাপারে নসীহত করতেন। যেমন:

আমিরুল মুমিনিন মাওলা মুশকিল কোশা, হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ খুতবায় লোকদের তিনি কিছুটা এভাবে নসীহত করছিলেন: হে আল্লাহর বান্দাগণ, মৃত্যুকে স্মরণ রেখো এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করো। কেননা এর থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না। যদি তোমরা এর মোকাবেলা করো তবে এটি তোমাদের ওপর হামলা করবে আর যদি পালাতে চাও, তবে পাকড়াও করবে। মৃত্যু তোমাদের কপালে লিখে দেয়া হয়েছে সুতরাং মৃত্যুর শাস্তি থেকে মুক্তির কোনো উপায় তালাশ করো। মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হও কেননা কবর তোমাদের জন্য অপেক্ষমান আর সে প্রতিদিনই তোমাদের নিজের দিকে আহবান করছে। মনে রেখো! কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান নতুবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

(আল মুসতাতরাফ, ১/১০৭)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন, যদি আমরা মৃত্যুকে ভয় করে নামাযী হতে পারি এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি, তবে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গুনাহ করতে করতে জীবন পার করি তবে মৃত্যুর পর আমাদের জন্য ভয় ও শাস্তি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। মৃত্যু পরবর্তী জীবন ইহকালীন জীবনের চেয়ে অনেক কঠোর ও ভয়াবহ। মৃত্যুর পর শোনার ও দেখার শক্তিও বহুগুণে বেড়ে যায়। মরার পূর্বে যদি আমরা কবর থেকে বাইরে কিছু দেখতে চাই, তাহলে কবরের বাইরের কোনো কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। অথচ মরার পর কবর বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তি বাইরের সবকিছু দেখতে পাবে। কে আসছে আর কে যাচ্ছে তাও দেখতে পাবে। এমনকি তাদের আওয়াজও শুনতে পাবে। এজন্যই তো আমরা কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের সালাম করি আর বলি: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْر، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرْ অর্থাৎ হে কবরবাসী, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ পাক তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে গেছো আর আমরা তোমাদের পর আগমনকারী। মনে রাখবেন, সালাম তাকেই দেয়া হয় যে শুনতে পায় এবং উত্তর প্রদান করে। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে সালাম দেয়া অতঃপর এটা বলা (৩৩৩) সুন্নাত, এরপর কবরবাসীদের জন্য ঈছালে সাওয়াব করুন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তি কবরের বাইরে লোকদের চিনতে পারে এবং তাদের কথাও শুনে। অন্যথায় তাদের সালাম দেয়া জায়িয হতো না। কারণ, যে শুনে না অথবা সালামের উত্তর দিতে পারে না তাকে সালাম দেয়া জায়িয নেই। যেমন: ঘুমন্ত ব্যক্তি ও নামায আদায়কারী সালাম দেয়া

www.dawateislami.net

যায় না। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫২৪) বুঝা গেলো, কবরবাসী আমাদের সালাম শুনেন এবং সালামের উত্তরও প্রদান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৭, হাদিস: ৯২৯৬) শুধু মুসলমানই নয় বরং কাফিরও মরার পর শুনতে ও দেখতে পায়। এমনকি সাধারণ মৃত ব্যক্তির তুলনায় বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ কবর থেকেই বেশি দূর থেকে শোনেন ও দেখেন। যেমন: আমরা যদি এখান থেকে বাগদাদের মুর্শিদ, হুযুরে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে ডাকি তারপরও তিনি আমাদের আওয়াজ শুনবেন। কেননা তিনি আল্লাহ পাকের সকল অউলিয়া কিরামের সর্দার। বর্তমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এতো মজবুত ও সুদৃঢ় হয়েছে যে, সাত সমুদ্র দূরে বসবাসকারী আমাদের কোনো বন্ধুর সাথে আমরা যখন ইচ্ছা কথা বলতে পারি এবং তারাও আমাদের কথা শুনে। অথচ মাঝখানে কোনো তার কিংবা বাহ্যিক কোনো সংযোগ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের যদি এতো পাওয়ার থাকতে পারে তবে আল্লাহ প্রদত্ত রুহানী পাওয়ার কেমন হতে পারে? সুতরাং মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বহুগুণে বেড়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তি কবরে আগমনকারীকে দেখতে পায় ও তার কথাও শুনতে পায়।

মনে রাখবেন, যদি আমাদের মৃত্যুর আমাদের কবরে শাস্তি নাও দেয়া হয় বরং শুধু কবরে বন্ধ করে দেয়া হয়। সেক্ষেত্রেও আমাদের ভাবা উচিত যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত হাজার হাজার বছর আমরা সেই অন্ধকার কবরে কীভাবে থাকব। কবরে না কোনো বন্ধু আছে আর না কারো কাছে যাওয়ার উপায় আছে। না আমাদের মা আসবে, না বাবা আসবে। যদি বাবা আসেও তবে কবরের পাশে আসবে এবং ফাতেহা ও দোয়া-দরূদ পড়ে এদিক সেদিক দেখে চলে যাবে। আর আমরা কবর থেকে তার দিকে আফসোসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবো। একটু চিন্তা করে

www.dawateislami.net

দেখুন, যদি আমাদের আলীশান কোনো বাংলোতে যাবতীয় সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়েও বন্দি করে দেয়া হয়, যেমনঃ বাল্ব, ফ্যান, ইয়ার কন্ডিশন রোম, নরম গদি বিশিষ্ট বিছানা, খাবার, পানীয়, ব্যবহারে সকল জিনিসপত্র। অর্থাৎ সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বন্দি করে যদি বলা হয় যে, একা থাকতে হবে। তাহলে বিশ্বাস করুন, আমরা সেই আলীশান বাংলোতে বড়জোর দুই-তিন দিন থাকতে পারবো। বরং আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে একদিনও একা থাকতে পারবে না। দেখুন, যেখানে সকল সুযোগ-সুবিধা সহ কোনো আলীশান বাংলোতে আমরা একা একদিন কাটানোর জন্যে প্রস্তুত নই। সুতরাং সেই অন্ধকার কবরে হাজারো বছর একা কীভাবে থাকবো। আজ আমরা দুনিয়ার রঙ তামাশায় কবরকে ভুলে বসেছি। অথচ বলা হয়, কবর প্রতিদিন পাঁচবার মানুষদের আহ্বান করে আর বলেঃ হে মানব, তুমি আমার পিঠের উপর চলছো অথচ পেট হলো তোমার ঠিকানা। হে মানব, তুমি আমার পিঠের উপর হাসছো, খুব দ্রুতই আমার ভিতর এসে কান্না করবে। হে মানব, তুমি আমার উপর হারাম খাও অতি শীঘ্র আমার পেটের ভিতর তোমাকে পোকা-মাকড়ে খাবে। হে মানব! তুমি আমার পেটের মধ্যে আনন্দ উল্লাস করছো অতি শীঘ্র তুমি আমার ভিতর হতাশ হবে। (তামবীহুল গাফিলিন, ২৩ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের শপথ, কবরের এই আহ্বানের মধ্যে আমাদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। হায়, আমরা যদি এর পূর্বেই শিক্ষা গ্রহন করতে পারতাম যে, মানুষ একে অপরকে বলা -বলি করবে, অমুকের ইন্তেকাল হয়ে গেছে সুতরাং দ্রুত গোসলদাতাকে ডেকে আনো, দ্রুত কাফনের কাপড় নিয়ে এসো এবং তাড়াতাড়ি কবর খনন করো। এরপর গোসলদাতা চৌকিতে গোসল দিবে, কাফন পরিধান করাবে, আমাদের জন্য কবর খননের ব্যবস্থা করা হবে

www.dawateislami.net

অতঃপর আমাদের অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে সম্পূর্ণ রূপে গুনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী, কবর মে ওয়ার না সাযা হুগি কড়ী।

মৃত্যুকে মনে রাখার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মৃত্যুকে মনে রাখার কিছু পদ্ধতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং মৃত্যুকে স্মরণ রাখার পাথেয় হিসাবে সংগ্রহ করুন: (১) জানাযায় অংশগ্রহন করুন (২) কবরস্থানে যাওয়া-আসার অভ্যাস গড়ুন (৩) মৃত্যু সম্পর্কিত বয়ান শুনুন (৪) শিক্ষণীয় ঘটনাবলি অধ্যয়ন করুন (৫) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ুন। মাদানী কাফেলায় মৃত্যুর প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রতিনিয়তই ওয়াজ ও নসীহত হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত ওয়াজ-নসীহত শোনার মাধ্যমে মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকবে। আর যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকবে তখন গুনাহ থেকে বাঁচারও মন-মানসিকতা তৈরি হবে। হাদিসে পাকে রয়েছে: উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫৩, হাদিস: ১০৫৫৬) সুতরাং প্রতিমাসে কমপক্ষে তিন দিন সুন্নাত বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়ত করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করুন এবং মন থেকে নিয়ত করুন যে, আজকের পর থেকে اِنْ شَآءَ الله আমার আর কোনো নামাজ কাযা হবে না। আমার মাহে রমযানের কোন রোযা কাযা হবে না। আমি সিনেমা নাটক দেখা ও গান বাজনা শোনা থেকে বেঁচে থাকবো। আমি মা-বাবার অবাধ্য হব না। মুসলমানদের কারো ব্যাপারে

www.dawateislami.net

চোগলী করবো না, মুসলমানের গীবত, অপবাদ ও দোষ-ত্রুটি লাগানো থেকে বিরত থাকবো। সঙ্গে এ নিয়তও করে নিন যে, দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করবো।

আল্লাহ পাক আমাদের বেশি বেশি নেকী করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ও ইন্তেকালের পূর্বে কবর ও হাশরের প্রস্তুতি নেয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَآءَ اللّٰه ! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net